দৈনিক ইত্তেফাক

055

তারিখ 03 JAN 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ঃ শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৭-৮৮

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সকল অনুষদের স্নাতক কোর্সের প্রথম বর্ষ শ্রেণীসমূহে ভর্তির উদ্দেশ্যে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু যোগ্য প্রার্থিগণের নিকট থেকে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রকৌশল, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল অনুষদে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা :

১। প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মগতভাবে বা নাগরিকত্ব গ্রহণে বাংলাদেশের নাগরিক/স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২। ১৯৮৬ এবং ১৯৮৭ সালে যারা উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে তারা নীচের (৩) ও (৪) নং শর্তপূরণ সাপেক্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে।

৩। প্রার্থীকে বাংলাদেশের যে কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস অথবা তার সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে সমতুল্য গ্রেড পেয়ে পাস হতে হবে।

৪। প্রার্থীকে বাংলাদেশের যে কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে গড়ে কমপক্ষে ৬৫% এবং উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস অথবা তার সমমানের পরীক্ষায় উক্ত বিষয়সমূহে কমপক্ষে সমতুল্য গ্রেড পেয়ে পাস হতে হবে।

৫। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে অথবা সমমানের পরীক্ষায় উক্ত বিষয়সমূহে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধানুসারে প্রথম তিন হাজার পাঁচ শত প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে। তবে তিন হাজার পাঁচ শততম প্রার্থীর সমান নম্বরপ্রাপ্ত সকল প্রার্থীকেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সমূহ :

১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ কর্তৃক পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে যে পাঠ্যসূচী ছিল প্রধানতঃ তার উপর ভিত্তি করে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। প্রার্থীর উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য উক্ত বিষয়সমূহের উপর বিভিন্ন ধরনের মৌলিক প্রশ্নাদিও দেয়া হতে পারে।

আসন সংখ্যা ও মনোনয়নের নিয়ম :

প্রকৌশল, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল অনুষদে বি, এস-সি, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসনসহ সর্বমোট ৫১০টি আসন আছে। উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা এবং উপজাতীয় হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ যে কলেজ হতে পাস করেছে তার অধ্যক্ষ বা কোন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার বা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে এবং দরখাস্তে "সংরক্ষিত আসনের জন্য দরখাস্ত করছি" মর্মে উল্লেখ করতে হবে। সংরক্ষিত আসনের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য নিম্নতম যোগ্যতা থাকতে হবে ও ভর্তি পরীক্ষায় পাস হতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় সর্বমোট ৬০০ নম্বরের মধ্যে কোন প্রার্থী ২০০ নম্বরের কম পেলে সে ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেবলমাত্র ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের মেধাস্থান অনুসারে ভর্তিযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। একাধিক প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় একই মোট নম্বর পেলে সেক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় যথাক্রমে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাস্থান নির্ধারণ করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১টি সংরক্ষিত আসনসহ সর্বমোট ৫০টি আসন আছে। উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের স্থায়ী বাসিন্দা এবং উপজাতীয় হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ যে কলেজ হতে পাস করেছে তার অধ্যক্ষ বা কোন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার বা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে এবং দরখাস্তে "সংরক্ষিত আসনের জন্য দরখাস্ত করছি" মর্মে উল্লেখ করতে হবে। সংরক্ষিত আসনের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য নিম্নতম যোগ্যতা থাকতে হবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় পাস হতে হবে।

শুধুমাত্র ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধানুসারে ভর্তিযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। একাধিক প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় একই মোট নম্বর পেলে সেক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় যথাক্রমে ২য় অংশ ও ২য় অংশের মুক্তহস্ত অংকনে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাস্থান নির্ধারণ করা হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়বস্তু ও নির্ধারিত নম্বর :

১ম অংশ :	১।	গণিত	৬০	
	২।	সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান	৪০	১০০
২য় অংশ :	১।	ডিজাইন ও মুক্তহস্তে অঙ্কন	৮০	
	২।	লিখিত আলোচনা	২০	১০০
			সর্বমোট	২০০

ভর্তি পরীক্ষায় প্রতি অংশে কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) নম্বর পেতে হবে। অন্যথায় ফেল এবং ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত করা হবে।

দরখাস্ত করার নিয়ম
(সকল অনুষদের জন্য প্রযোজ্য)

রেজিষ্ট্রার অফিস হতে নগদ দশ টাকা প্রদান করে দরখাস্ত ফরম সরাসরি গ্রহণ করা যাবে। অথবা "বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়"-এর অনুকূলে অফেরতযোগ্য দশ টাকার ক্রস্ড পোষ্টাল অর্ডার এবং নিজ ঠিকানাসহ তিন টাকার ডাকটিকেট সম্বলিত ১০´´×৪½´´ সাইজের খাম পাঠালে দরখাস্তের ফরম ডাকযোগে পাঠানো হবে। দরখাস্তের ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে তার সাথে নিম্নলিখিত দলিলসহ দরখাস্তটি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট পৌঁছাতে হবে :

(ক) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা উহার সমমানের পরীক্ষায় সত্যায়িত সনদপত্র ও মার্কশীট।

(খ) উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা উহার সমমানের পরীক্ষার সত্যায়িত মার্কশীট।

(গ) প্রার্থী সর্বশেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট থেকে চরিত্রগত প্রশংসাপত্র।

(ঘ) প্রার্থীর তিনখানা সদ্য তোলা নাম সম্বলিত পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি।

(ঙ) "বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়"-এর অনুকূলে অফেরতযোগ্য চল্লিশ টাকার ক্রস্ড পোষ্টাল অর্ডার।

(চ) দরখাস্ত ফরমের ৮ ও ৯ নং কলামের ছকে উল্লেখিত তথ্যসমূহ যথাযথ সার্টিফিকেট ও মার্কশীট হতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে দরখাস্ত ফরমের যথাস্থানে সত্যায়িত হতে হবে।

বিঃ দ্রঃ- অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ আবেদন অগ্রাহ্য করা হবে এবং আবেদনপত্রের বিবরণ ভুল প্রমাণিত হলে প্রার্থীর আবেদনপত্র নাকচ হয়ে যাবে।

সময়সূচী
(সকল অনুষদের জন্য প্রযোজ্য)

দরখাস্ত গ্রহণ, ভর্তি পরীক্ষা ইত্যাদির তারিখ ও সময়সূচী	ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসমূহ	স্থাপত্য বিভাগ
(ক) ভর্তির আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকে রেজিষ্ট্রারের নিকট পৌঁছানোর শেষ তারিখ :	রবিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং বিকাল ৫টা।	রবিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ ইং বিকাল ৫টা।
(খ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশ	শনিবার	শনিবার